



226060 - যবে নারী নফিসরে রক্তস্ৰাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কয়কে ফোঁটা রক্ত দেখেছেন এমতাবস্থায় তার রোযার কী হুকুম হবে?

প্রশ্ন

আমি শাবান মাসে সন্তান প্রসব করছি। এরপর আমি এক রোগে আক্রান্ত হয়েছি। যার ফলে শুধু তিনদিন নফিসরে রক্তস্ৰাব হয়ে আর হয়নি। এরপর স্ৰাব বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমি গোসল করে নামায পড়া শুরু করেছি। শাবান শেষে হয়ে রমযান শুরু হয়েছে কিন্তু আর কোন রক্তস্ৰাব যায়নি। রমযান মাসে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর ডাক্তার আমাকে কিছু এন্টবায়োটিক ঔষধ দিয়েছেন। আমি রোযা রাখতাম। সারাদিন কোন রক্ত যতে না মাগরবিরে পূর্বে সামান্য কয়কে ফোঁটা স্ৰাব যতে। গোটো রমযান মাস এভাবে ছলিাম। আমি কি পবতির হয়েছি; নাকি হইনি তা জানতে পারিনি। কিন্তু আমি সারা মাস রোযা রেখেছি। আমি কি রোযাগুলো পুনরায় রাখব; নাকি রাখা লাগবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নফিসরে সর্বনমিন কোন সময়সীমা নই। কোন নারী যদি সন্তান প্রসবের পর পবতির হয়ে যান এমন কি যদি সটো কয়কে দিনে মধ্যযে হয় তাহলে তিনি গোসল করে নামায ও রোযা পালন করবেন।

**শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:**

"যদি কোন নারী সন্তান প্রসব করার একদিন পর বা কয়কে দিন পর পবতির হয়ে যান তাহলে তিনি পবতির; তার উপর নামায ফরয হবে, তিনি রোযা রাখলে সহি হবে এবং তার স্বামীর জন্য তার সাথে সহবাস করা জায়যে হবে।"[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব থেকে সমাপ্ত]

হায়যে বা নফিস থেকে পবতিরতা দুটো পদ্ধতির যবে কোন একটির মাধ্যমে জানা যায়:

১। সাদাস্ৰাব নরিগত হওয়া।

২। পূর্ণভাবে স্থানটি শুকিয়ে যাওয়া; যাতবে করে রক্তস্ৰাব, হলদটে স্ৰাব বা বাদামী স্ৰাবের কোন চিহ্ন না থাকবে।



দুই:

নফিাস থেকে পরপূর্ণভাবে পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর সামান্য কয়কে ফোঁটা রক্তপাত হওয়া 'নফিাস' হিসেবে গণ্য হবে না।  
সুতরাং এমতাবস্থায় সো নারী নামায পড়বনে ও রোযা রাখবনে।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (খণ্ড-২, ৪/২৫৯) এসছে:

"তার স্ত্রী পবিত্র রমযানরে ৯ তারখি সন্তান প্রসব করছে। সন্তান প্রসবরে ৯ দিন পর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে।  
তখন সো গোসল করে নামায ও রোযা পালন শুরু করছে। কনিতু সো খয়োল করছে যে, রাত হলে কয়কে ফোঁটা রক্ত বরে হয়।  
দিনরে বলোয় কছু দেখে না। এমতাবস্থার হুকুম কী? তার নামায ও রোযা কিসহি?

জবাব: যদি এ নারী নরিমল পরচ্ছন্নতা দেখতে পান তাহলে তার নামায ও রোযা সহি। কনেনা তিনি পবিত্র নারীদরে হুকুমরে  
অধিকৃত। তিনি রাতরে বলো যে সামান্য কয়কে ফোঁটা রক্ত দেখনে সো নফিাস হিসেবে গণ্য হবে না এবং সোকে নফিাসরে  
রক্তস্রাবও বলা হয় না। সুতরাং এ ক্ষত্রে নফিাসরে হুকুম প্রযোজ্য হবে না।"[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: "জনকে নারী নফিাসরে দুই মাস পর, পবিত্র হওয়ার পর তিনি কছু ছোট  
ছোট রক্তরে ফোঁটা দেখতে পান। এ নারী ক রোযা রাখবনে না এবং নামায পড়বনে না? নাকি কী করবনে?

জবাবে তিনি বলনে: যদি কোন নারী হয়ে ও নফিাস থেকে পবিত্র হন এবং নিশ্চিতি পবিত্রতা দেখতে পান; হয়ে থেকে  
পবিত্রতা দ্বারা আম বুঝতে চাচ্ছি সাদাস্রাব নিগত হওয়া। সাদাস্রাব হচ্ছ-- সাদা পানি যা নারীরা চনিতে পারনে; তাহলে এ  
সাদাস্রাব দেখা যাওয়ার পরে যদি বাদামী বা হলদটে কছু দেখা যায় কথিবা রক্তরে ফোঁটা বা ভজো স্যাতস্যাতে অনুভূত হয়--  
এগুলোর কোনটি হয়ে নয়। এগুলো নামায ও রোযা পালনের ক্ষত্রে প্রতবিন্দক নয় এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাসরে  
ক্ষত্রেও প্রতবিন্দক নয়। কনেনা সো হয়ে নয়। উম্মে আতযিয়া বলনে: 'আমরা হলদটে ও বাদামী স্রাবকে কছুই মনে  
করতাম না।'[সহি বুখারী, আবু সুনানে দাউদরে আরকেটু বাড়তি টেকেস হল: "পবিত্রতার পরে"। হাদসিটির সনদ সহি]

পূর্বকোক্ত আলচোনার আলোকে আমরা বলব: নিশ্চিতি পবিত্রতা পর এ ধরণরে কছু ঘটলে তাতে কোন অসুবধি নহে। এগুলো  
নারীর নামায, রোযা ও স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষত্রে প্রতবিন্দক হবে না। তবে পবিত্রতা দেখার আগে তাড়াহুড়া করা  
যাবে না। কারণ কছু কছু নারী রক্ত শুকয়ি গেছে দেখলেই পবিত্র হওয়ার আগে তাড়াহুড়া গোসল করে ফলনে। এ কারণে  
মহলি সাহাবীগণ উম্মুল মুমুনীন আয়শো (রাঃ) এর কাছে কুরসুফ পাঠাতনে। অর্থাৎ রক্তযুক্ত তুলা পাঠাতনে। তখন তিনি  
তাদরেকে বলতনে: আপনারা তাড়াহুড়া করবনে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সাদাস্রাব দেখতে পান।"[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।